খুলনা শিপইয়ার্ডে নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত তৃতীয় এলসিটি'ও নদীতে ভাসানো হলো

নাছিম উল আলম

Share

এই বিভাগের আরও



নেছারাবাদে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল



খুলনা শিপইয়ার্ড বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য ৩টি এলসিটি নির্মাণকাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে। অতি সম্প্রতি এ বহরের তৃতীয় ও শেষ নৌযানটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে শিপইয়ার্ড সংলগ্ন রূপসা নদীতে ভাসানোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (ম্যাটেরিয়াল) রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মাকসুদ আলম-বিএন। অনুষ্ঠানে খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ নৌবাহিনী ও শিপইয়ার্ডটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় ২৪৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৪৫ ফুট প্রস্থের এ সমর নৌযানটি সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর উভচর (এম্ফিবিয়াস) অভিযানে সাড়ে ৩শ সামরিক সদস্য সমন্বয়ে স্পেশাল ফোর্স পরিবহনের পাশাপাশি ৬টি ট্যাংক, ১২টি সাঁজোয়া যান (এপিসি) অথবা ১৮টি সামরিক যান বহনে সক্ষম। নৌযানটি সেনা ও নৌবাহিনীর উভচর অভিযানে বিশেষ বাহিনী পরিবহনসহ উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে ভারী সমর সরঞ্জাম স্থানান্তরেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ।

কানাডার ডিজাইন হাউসের নকশায় এএইচ স্টিল মেটেরিয়ালে নির্মিত এ সমর নৌযানটিতে ৩,০০৪ অশ্বশক্তির আমেরিকার দুটি ক্যাটারপিলার মূল ইঞ্জিন সংযোজন করা হয়েছে। এ সমর নৌযানটি ১,৫০৫ টন পানি অপসারণ করে ঘণ্টায় প্রায় ২৮ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে সক্ষম বলে জানা গেছে। অত্যাধুনিক এ সমর নৌযানটিতে ফ্রান্সের ৩৪০ কেভিএ ক্ষমতার দুটি করে জেনারেটরও স্থাপন করা হয়েছে।

এ সমর নৌযান ৩টি নির্মাণের জন্য সামরিক ক্রয় পরিদপ্তরের সাথে খুলনা শিপইয়ার্ডে চুক্তি স্বাক্ষর হয় ২০২২ সালের ১ জুন। চুক্তি অনুযায়ী চলতি বছরের

৩১ জুন নৌযান ৩টির নির্মাণ সম্পন্ন করার সম্ভাব্য তারিখ নির্দিষ্ট ছিল। নির্মাণ প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এসব সমর নৌযানের নির্মাণ সম্পন্ন করে ইতোপূর্বে ২টি এলপিসি সরবরাহের পর গত শনিবারে তৃতীয় ও শেষটিও লঞ্চিংয়ের মাধ্যমে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করল।

নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনা শিপইয়ার্ড ইতোমধ্যে যুদ্ধজাহাজসহ ৮ শতাধিক বিভিন্ন ধরনের নৌযান নির্মাণ ছাড়াও ড্রেজারসহ প্রায় ৩ হাজার নৌযানের মেরামত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে। দেশের মাটিতে সফলভাবে প্রথম যুদ্ধজাহাজ হিসেবে ৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট এবং ২টি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ ছাড়াও চীনা কারিগরি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'সিএসওসি'র সহযোগিতায় আরও ৫টি প্যাট্রোল ক্রাফট নির্মাণ করেছে খুলনা শিপইয়ার্ড। বর্তমানে ইয়ার্ডটিতে বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য ৪টি ড্রেজার নির্মাণকাজও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। অতীতের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটিতে মোংলা, পায়রা ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের জন্যও একাধিক নৌযানের নির্মাণ চলমান রয়েছে।

প্রায় ১৮০ কোটি টাকার দায়দেনা ও লোকসানের বোঝা নিয়ে ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী খুলনা শিপইয়ার্ডের দায়িত্ব গ্রহণের পর সততা ও দক্ষতার কারণে কোনোদিন লোকসানের মুখে পড়েনি। এমনকি করোনাকালীন দুর্যোগের সময়ও প্রতিষ্ঠানটি মুনাফা অর্জন করেছে বলে জানা গেছে। প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার খুলনা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ করদাতার সম্মানও অর্জন করেছে।

তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন-এর মালিকানায় রূপসা নদীতীরে খুলনা শিপইয়ার্ডের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। প্রাথমিকভাবে জার্মান ও যুক্তরাজ্যের যৌথ ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালিত হলেও স্বাধীনতার পর বিএসইসির ব্যবস্থাপনায় কিছুদিন লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে অব্যাহত লোকসানে শিপইয়ার্ডটি বন্ধ ঘোষণা করে বিরাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। কয়েকবার বিক্রির চেষ্টা করেও তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার।

চীনা কারিগরি সহায়তায় খুলনা শিপইয়ার্ডে ইতোমধ্যে একটি অত্যাধুনিক রাবার ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা হয়েছে। যার মাধ্যমে রাবার আইটেম তৈরির জন্য নিজস্ব ডিজাইন হাউস, মোল্ড ফেব্রিকেশনের জন্য অত্যাধুনিক সিএনসি মেশিন, প্রোডাকশনের জন্য রোলিং, নিডার এক্সট্রুডার মেশিন, ফেব্রিক্সযুক্ত রাবার শিট প্রস্তুতের জন্য ক্যালেন্ডার মেশিন, মেটালযুক্ত রাবার আইটেম প্রসেসিংয়ের জন্য ব্লাস্টিং মেশিন, ভালকানাইজিংয়ের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোলিক প্রেসসহ সব ধরনের যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়া সেমি ফিনিশড রাবার প্রোডাক্ট ও ফিনিশড প্রোডাক্টসমূহের সর্বোচ্চ গুণগত মান নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট ইকুইপমেন্টসহ পূর্ণাঙ্গ একটি 'রাবার টেস্ট ল্যাব'ও স্থাপন করা হয়েছে। ফলে এ ফ্যাক্টরিটি ইতোমধ্যে বিশ্বমানের একটি মেরিন রাবার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে মোংলা বন্দরের জেটির জন্য সফলতার সাথে 'রাবার ফেন্ডার' উৎপাদন ও সংযোজন করেছে।

খুলনা শিপইয়ার্ড দেড় হাজার কোটি টাকারও বেশি সম্পূর্ণ দেশীয় তহবিলে শরীয়তপুরের নড়িয়া ও বরিশালের কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দুটি প্রকল্প সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করেছে ইতোমধ্যে। পাশাপাশি সমাজসেবা অধিদপ্তরের জন্যও শিশু পরিবারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করছে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া রাজবাড়ীতে পদ্মা নদীর ভাঙন রোধ এবং কুষ্টিয়ার গড়াই নদী খনন কাজও সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে খুলনা শিপইয়ার্ড।